সম্পদের বর্হিগমন বলতে কী বোঝায় ?

ঔপনিবেশিক পর্বে ভারতবর্ষে সম্পদের বর্হিগমন কে তিনটি পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ খ্রীঃ । এই পর্বে পলাশী যুদ্ধের লুণ্ঠন, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য এবং বাংলার রাজস্বের উদ্বৃত্তের সাহায্যে কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের অর্থ জোগান দেওয়া । দ্বিতীয় পর্বে ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ খ্রীঃ । এই পর্যায়টিকে অবাধ বাণিজ্যের সময় বলা যেতে পারে । কারণ ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতের বাজারে প্রেরণ এবং ব্রিটেনে কলকারখানার জন্য ভারত থেকে কাঁচা মাল রপ্তানি হতে থাকে । ভারত ক্রমশ বিটেনের কৃষি খামারে পরিণত হয়ে উঠে । তৃতীয় পর্ব হতে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়ে যায় । ভারতবর্ষ তথা বাংলা হতে এই যে বিপুল পরিমান আর্থিক শোষন ঘটনাকে ঐতিহাসিকরা সম্পদের বর্হিগমন বলে অভিহিত করেছেন । দাদাভাই নৌরজী প্রথম সম্পদের বর্হিগমন তত্ত্বের প্রবক্তা । তিনি ১৮৭০ খ্রীঃ পভার্টি এণ্ড আন-ব্রিটিশ রুল ইন্ ইন্ডিয়া গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ভারতের অপরিসীম দারিদ্র্যের মূল কারণ হল সম্পদের বর্হিগমন । রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে ড্রেন তত্ত্বকে সমর্থন করেন । তাঁর মতে ভূমি রাজস্বের বৃদ্ধি রায়তের শেষ সম্বলটুকু নিয়ে চলে যায় । বিপানচন্দ্র তাঁর ইকনমিক ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থটির মাধ্যমে বলেন যে ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষে বর্হিগমন আবির্ভাব একটি যুগ হিসেবে বিবেচিত ।

বস্তুত ১৫৫৭ থেকে ১৭৭১ পর্বে কোম্পানীর পদস্থ কর্তারা নজরাণা হিসেবে প্রায় ৫০ লক্ষ পাউন্ড উপার্জন করেছিল । বারওয়েল প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা রোজগার করেন । এন . কে . সিংহের মতে, উপঢৌকন বাবাদ কোম্পানীর কর্মচারীরা যে অর্থ পায় তা অপেক্ষা বহু গুণ বেশী অর্থ তারা অবৈধ বাণিজ্যের দ্বারা লাভ করে । ১৭৭৩ খ্রীঃ এই অবৈধ বাণিজ্য রদ করা হয় । অনেক সময় দেখা যায় এই অবৈধ বাণিজ্যের তরুণ কর্মচারীরা স্বদেশে গিয়ে ব্যবসা শুরু করে । সিংহ এই ধরনের কাজ কে বাণিজ্য না বলে লুণ্ঠন বলে অভিহিত করেছেন । হেষ্টিংস অবৈধ চুক্তি সম্পাদনের ছিলেন মূল কারিগর । কোম্পানীর অন্য কর্মচারীরাও পিছিয়ে ছিল না । চার্লস ব্রান্ট, চার্লস ক্রাফট, সুলিভ্যান প্রভৃতির কথা বলা যায় । এঁরা বিভিন্নভাবে আফিম জোগান, সামরিক যুদ্ধের জোগান প্রভৃতি ক্ষেত্রে বে- আইনি অর্থ আদায় করে স্বদেশে পাঠাত । বোর্ড অফ ট্রেডের সদস্যরাও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ রোজগার করত এবং নিজ দেশে চালান দিত ।

রমেশচন্দ্র দত্ত ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থে নির্গমন তত্ত্বকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন । প্রথমতঃ আমদানীর তুলনায় রপ্তানীকে কৃত্রিম উপায়ে দেখানো, দ্বিতীয়তঃ ভারতীয় হস্তশিল্পকে ধ্বংস করা এবং দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে বাধা প্রদান করা, তৃতীয়তঃ ভূমি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১৮১৩ চার্টার আইন পাশ হওয়ার পর ইংল্যান্ডের মাল ভারতে বিক্রী করে মুনাফা ইংল্যান্ডএ পাঠান হত। ফলে ভারতের হস্তশিল্প বা তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়।

ভারত থেকে এই বিপুল আর্থিক নিকাশ ভারতকে দুর্ভিক্ষের দেশে পরিণত করেছিল। ইংরেজ আমলের মত এত ঘনঘন বিস্তৃত ও মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ভারতের অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা যায়নি। ভারত থেকে আর্থিক নিকাশের ফলে দেশব্যাপী হাহাকার উঠল। জনজীবনে যন্ত্রণা স্থায়ী হল। বড় বড় শহরগুলি নিঃস্ব এবং গ্রামগুলি জনশূন্য হল। সুতরাং কোম্পানীর শাসনের উল্লেখযোগ্য ফল হল সাধারণ মানুষের চরম দৈন্য-দশা। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচর ছিল। দেশের অবস্থা যখন স্বাভাবিক থাকত, তখনও তারা দুবেলা পেট ভরে কেতে পেত না। বহু ক্লেশে জীবনযাপন করত। আর প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা মহামারী ও মন্বন্তরের সময় তারা নিরন্নে প্রাণত্যাগ করত দলে দলে।

সম্পদের নির্গমন প্রকৃত হয়েছিল কিনা এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বির্তক আছে। থিওডোর মরিসন তাঁর ইকনমিক ট্রানজিশান ইন ইন্ডিয়া গ্রন্থে বলেছেন যে, বাংলা থেকে কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা বৈধ বা অবৈধ উপায়ে রপ্তানী করায় যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল তা সত্য নয়। কারণ আমদানীর চেয়ে রপ্তানী বাড়লে বাংলার লাভ হওয়ার কথা বেশী। রপ্তানীকে কেন্দ্র করে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়েছিল। বাংলা থেকে মাল আমদানী- রপ্তানীকে কেন্দ্র করে রেশম, তাঁত, চিনি প্রভৃতি শিল্পের প্রসার হয়েছিল।মরিসনের মতের বিপরীতে বলা যায়, কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা নায্য দামে জিনিস কিনত না। একচেটিয়া বাণিজ্যের প্রভাবে এ দেশের লোকেরা শোষিত হতে থাকে। পি. জে. মার্শাল তাঁর ইস্ট ইন্ডিয়া ফরচুনস্ বেঙ্গল গ্রন্থে বলেন যে, যদি বাংলা থেকে সম্পদ নির্গমন হয়ে থাকে তবে তা একতরফা হয়নি। বাংলাও কোম্পানীর সেবা পেয়েছিল। মুর্শিদকুলি, সুজাউদ্দিন খাঁ প্রমুখ সুবাদাররা বাংলা থেকে বছরে এক কোটি টাকার বেশী রাজস্ব পাঠাতেন।

কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত, এন. কে. সিংহ প্রমুখ জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, যে পরিমাণ সম্পদ আমদানী হত, তার থেকে রপ্তানী হত অনেক বেশী। ১৮১৩ খ্রীঃ পর থেকে ভারত থেকে হোমচার্জ বাবদ প্রভূত টাকা ইংল্যান্ডে পাঠানো হত। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, নির্গমন মতবাদ কে দেখাতে গিয়ে জাতীয়তাবাদীরা ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা এড়িয়ে গেছেন। কোম্পানী ও তার কর্মচারী দের শোষনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জমিদার ও মহাজনদের শোষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

সূত্র - সুমিত সরকার, আধুনিক ভারত, ম্যাকমিল্যান, মাদ্রাজ।

মাইতি ও মণ্ডল, ভারত ইতিহাস পরিক্রমা (১৭০৭-১৯৫০), শ্রীধর প্রকাশনী, কলকাতা।

গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী, আধুনিক ভারত-চর্চা (১৭৫৭-১৯৬৪), কালীমাতা পুস্তকালয়, কলকাতা।

Scanned with CamScanner